R. N. No. 2532/57
Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২রা মে, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭্, সডাক ৮্

সরকারের বিনানুমতিতে বিদ্যালয় ফি বাড়াতে পারবে না

রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ দে সম্প্রতি কলকাতায় এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্ত বিপুলভাবে জনগণের অভিনন্দন লাভ করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ডেভেলপমেন্ট ফি প্রভৃতি নাম দিয়ে নানা রকমের ফি আদায় করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ফি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একতরফাভাবে ধার্য্য করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে সরকারের আদেশে পরিষ্কারভাবে আছে যে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের পর থেকে কোন রকমের ফি আদায় করতে গেলে শিক্ষা অধিকর্তা (মাধ্যমিক)-এর অনুমতি দরকার হয়। পার্থবাবু জানান, সেই আইন এখনও বলবৎ আছে। জিলা পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যেন এদিকে লক্ষ্য রাখেন যাতে কোন বিদ্যালয়ের কোনরকম ফি বিনা অনুমতিতে বাড়ানো বা আদায় না হয়। এবং ইতিমধ্যে যাঁরা ঐ সব ফি বাড়িয়েছেন তাঁরা যেন ১৯৭২ সালের হারে ঐ ফি ফিরিয়ে নিয়ে যান। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তাকে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

বেতন বৃদ্ধি : পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, জুনিয়ার হাই স্কুল, হাই স্কুল, নিম্ন মাদ্রাসা, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার সমূহের সমস্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী যাঁদের মূল বেতন ৩০০ টাকার কম তাঁরা ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আরো ২০ টাকা বেশী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রোলারের অভাবে রাস্তার কাজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রোলারের অভাবে সাগরদীঘি ব্লকের দুটি রাস্তা তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ খবর দিয়ে বিডিও সুনীলকুমার চ্যাটারজি জানিয়েছেন, যুগর থেকে কড়াইয়া পর্যন্ত ৩ কিমি এবং বাহালনগর থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত আড়াই কিমি রাস্তা তৈরীর জন্য ৩,০৪,১৬৩ টাকা ও ৫৫৪.৫১ কুঃ গম মঞ্জুর হওয়ার পর তিনটি স্তরে রাস্তা দুটি তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়। একটিতে মাটির কাজ, কালভারট তৈরীর কাজ ও লাল পাথর বিছানোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকী আছে পাথর বিছিয়ে মোরাম দিয়ে রোলার চালিয়ে রাস্তাটি সম্পূর্ণ করার কাজ। আর একটিতে পাথর বিছানো পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। বাকী আছে মোরাম দিয়ে রোলার চালানোর কাজ। কিন্তু জেলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে একটিও রোলার না থাকায় কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বিভাগের অধীনে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৬টি ব্লকেই রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কাজ চলছে। তাই রোলারে টান পড়ছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ যেখানে হচ্ছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটিও রোলার নাই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জব ওয়ার্ক এ্যাঃ পদের ইণ্টারভিউ বাতিল

সাগরদীঘি, ২ মে—রাজ্য সরকারের নির্দেশে এই ব্লকে জব ওয়ারক এ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগের জন্য ইনটারভিউ গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। কর্মবিনিময় কেন্দ্র থেকে ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১ জন জব ওয়ারক এ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগের জন্য ১১৪ জন বেকারের নাম পাঠানো হয়েছিল। ১১টি পদের মধ্যে ২টি সিডিউল কাষ্ট এবং ১১টি সিডিউল ট্রাইবের জন্য সংরক্ষিত। ব্লক থেকে আরো ১ জন সিডিউল ট্রাইব প্রার্থীর নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে খবরটি দিয়েছেন বিডিও সুনীলকুমার চ্যাটারজি। জানা গিয়েছে, এলাকার শিক্ষিত বেকাররা রাজ্য সরকারের ইন্টারভিউ বাতিলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সড়ক বেদখল

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মে—এই থানার বাণীপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে কাঁকুড়িয়া যাওয়ার যে রাস্তাটি আছে, দু'জন গ্রামবাসী বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার কিছু অংশ ঘিরে নেওয়ায় প্রায় বন্ধ হতে চলেছে বলে অভিযোগ। প্রকাশ রাস্তাটিতে সম্প্রতি মাটি ফেলা হয়েছে কিন্তু বেআইনী দখলের ফলে রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। অঞ্চলের লোকেরা বিপদে পড়ে জরুরের পঞ্চায়েত প্রধানের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শিশুখাদ্যে পোকা

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মে—ষ্টেট প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত বাহাদিনগর প্রতাপপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বেকারী থেকে সরবরাহ করা ৭২ পিস রুটির মধ্যে পোকা পাওয়া গিয়েছে বলে প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন। ভারত বেকারী ২৪ এপ্রিল শিশুদের টিফিনের জন্য স্কুলে ওই রুটি সরবরাহ করেছিল। রুটির একটি নমুনা স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শককে দেখানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

'বাংলা গম'

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের কৃষি খামারে এক নতুন জাতের গম উদ্ভাবন করা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে ইংরাজীতে 'বেঙ্গল হুইট', বাংলা ভাষায় 'বাংলা গম'। মালদহে সরকারী কৃষি খামারে গবেষণার ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক ডঃ শরদিন্দু চৌধুরী উদ্ভাবিত বাংলা গমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ১। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সঙ্কর জাতের গমের চেয়ে এই গমের উৎপাদন ক্ষমতা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি, দানা বড়, গাছ ছোট, ২। উৎপাদনের সময়কাল ৩০ থেকে ৩৫ দিন কম, ৩। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। পশ্চিমবঙ্গের জলহাওয়াতে বাংলা গম বেশি উপযোগী হবে বলে ডঃ চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন। 'বাংলা গম' আরও উন্নত করার জন্য এখনও পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সর্বপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হলে ১৯৮১ সাল নাগাদ পশ্চিম-বঙ্গের নিজস্ব সৃষ্টি 'বাংলা গম' কৃষক-দের হাতে চাষের জন্য পৌছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। —নিউজ ব্যুরো

আদিবাসী কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের আদিবাসী কৃষকদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ শিবির উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাসে শিক্ষিত করে তোলাই এই সব শিবিরের উদ্দেশ্য বলে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত পাঁচটি শিবিরের মধ্যে এখন পর্যন্ত সাহাপুরে ২টি ও সাগরদীঘিতে ২টি শিবির উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং আদিবাসী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৬।

বিদ্যুতের রোগ

হাটে-বাজারে-গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-নগরে আজ বিদ্যুতের হাহাকার। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি 'বিজলী চমক' হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দগ্ধ ভালে আরও কত কী যে আছে। বহু পূর্ব হইতেই নানা অজুহাত আর অছিলায় সরকারী হোক, আর বেসরকারী হোক শিল্পোদ্যোগ অন্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি থাকিলে এই রাজ্যের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতি সুদিনের মুখ দেখিত। আর যেগুলি আছে, তাহারাও পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য।

দুই মাসাধিককালের বিদ্যুৎ বিভ্রাট রাজ্যের সব শিল্পোৎপাদনকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। জনজীবন এমন বিপর্যয়ের মুখে আর কখনও পড়ে নাই। কল-কারখানা, অফিস-আদালত, দোকান-পসার, স্কুল-কলেজ, গৃহস্থবাড়ি—সর্বত্র বিদ্যুৎ বিভ্রাটে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব। উৎপাদন বন্ধ, কাজকর্ম বন্ধ, বেচাকেনা বন্ধ, পড়াশুনা বন্ধ, গৃহজীবনে যন্ত্রণা, চিকিৎসাপত্র বন্ধ—যেন সার্বিক বন্ধ-এর পালা।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইউনিটগুলি একের পর এক বিকল হইয়া পড়িতেছে। এমন পর্যায়ে বিকল হইতেছে, যাহার মেরামতি বেশ সময়-সাপেক্ষ। একটি চালু করা যাইতেছে ত আর একটি খারাপ হইতেছে। অপরাপর রাজ্য হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদনে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনিশ্চিতভাবে ছিটেফোঁটা বিদ্যুৎ মিলিতেছে প্রয়োজনের তুলনায় যাহা অতি নগণ্য।

যে সব ইউনিটগুলি আজ একের পর এক বিকল হইতেছে, তাহা এত-দিন হয় নাই এবং এখনই বা এত বেশী হইতেছে কেন—প্রতি মানুষের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এখনই বা এমন সার্বিক বৈকল্য কেন? জনগণের মনে এই ধারণা যদি জন্মায় যে, ইহা প্রকারান্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, তাহাতে দোষ দেওয়া যায় না। রাজনীতিক মতাদর্শ সকলেরই এক হইবে, এমত মনে করা যায় না। কিন্তু মতাদর্শের বিভিন্নতার দরুণ এক দল আর এক দলকে খর্ব করিতে গিয়া দেশের দুর্গতি এবং তাহা চরমতম দুর্গতি, বলা যায়, একরূপ সর্বনাশ ডাকিয়া আনে, তবে তাহা কোন স্বাধীন জাতির সুস্থ মনের পরিচয় নয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পশ্চাতে এইরূপ কিছু থাকা বিচিত্র নয়। সুতরাং বিদ্যুৎ সঙ্কটের মূলরোগ কোথায়, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'বইমেলা' প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে এখানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'বইমেলা'র পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বলিবার আছে। ১৯৭৭ সালে গঠিত এই সংস্কৃতি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৮ সালে এখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আলোচ্য 'বই-মেলা'র জন্য নূতন ভাবে পৃথক সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হয় নাই। কেন না তাহা করিতে হইলে পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নূতন সংস্কৃত পরিষদ গঠন বিধিসঙ্গত। যতদূর জানা গিয়াছে, পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের সভ্যদের একাংশ মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের নামে 'বইমেলা'র আয়োজন করিয়া-ছেন এবং ইহার জন্য তাঁহারা যে কয়েকটি মিটিং করেন, সেগুলিতে পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের কিছু সংখ্যক সভ্যকে কোন আহ্বান জানান নাই। জনৈক কর্মকর্তাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি নাকি মন্তব্য করেন, "শুধু শুধু আগে বাজে লোক নিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী? অথচ এই 'আজে বাজে' সভ্যদিগকে অযোগ্য বিবেচনায় সংস্কৃতি পরিষদের কোন সভায় বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। প্রশ্ন এই: উক্ত কর্মকর্তা সংস্কৃতি পরিষদের উক্ত কিছু সংখ্যক সভ্যকে 'আজে বাজে' ভাবিবার এবং পরিষদ হইতে বাদ দেওয়ার অধিকার কোথা হইতে পাইলেন? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখানে হইয়াছিল, তাহার আয়ব্যয়াদির হিসাব সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই উহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইগুলি সবই সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি বিশেষের অগণতান্ত্রিকতা ও স্বৈরাচারিতার পরিচয়বাহী। মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের যিনি বা যাঁহারা এই প্রকার খেয়ালের খেলায় মাতিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা কোন্ সংস্কৃতির পরিচয় দেন? সম্পূর্ণ বিষয়টির প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
—পুরাতন সংস্কৃত পরিষদের জনৈক সভ্য।

গোহত্যা বন্ধ প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সারা দেশে গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধের দাবীতে আচার্য বিনোবা ভাবের যে আমৃত্যু অনশন চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণকে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানাচ্ছেন। এ রাজ্যে গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধের বিরোধিতা করে পূর্বতন সরকারগুলি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছিলেন যেমন—বিভিন্ন শ্রেণীর গো-সম্পদের ভারসাম্য নষ্ট, গোসম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে গো-খাদ্যের অভাব, কৃষি ও পশুপালনকে আধুনিক করতে অসুবিধার সৃষ্টি এবং গোমাংস-ভোজীদের চাহিদাতে অন্য বিকল্প খাদ্যের দাম বৃদ্ধি সুতরাং আগেকার সরকারগুলি অবাঞ্ছিত গরুর সংখ্যা না বাড়িয়ে দুগ্ধদান এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ঐ যুক্তিগুলির বিরোধিতা না করে আরও বলেছেন, সম্পূর্ণ গোহত্যা বন্ধ এ রাজ্যে প্রয়োজন নেই। কারণ ১৯৫০ সালের এ সম্পর্কে আইন যাতে কর্মক্ষম এবং দুগ্ধবতী গাই ইত্যাদি হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সঠিক প্রয়োজনকেই বাস্তব সম্মত এবং সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে এ সরকার মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে এই বিষয়টি ধর্মীয় দিক থেকে না দেখে এক বর্তমান রাজ্যের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এক সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা অন্যের ওপর চাপান এ সরকার বাঞ্ছিত মনে করেন না। এ সরকার চান গবাদি পশুর সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধি না করে গুণ-গত উৎকর্ষ বাড়াতে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও পশুপালনের জন্য পশুখাদ্যে চাপ কমাবার জন্য অর্থাৎ গবাদি পশুর উন্নয়নের এবং সংরক্ষণের জন্যই অক্ষম, রোগগ্রস্ত ও প্রজনন ক্ষমতাহীন গরু বিনষ্ট করাই বর্তমান সমাজের প্রয়োজন বলে সরকার মনে করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ১৯৪৭ সালের ৩১ আগষ্ট 'হরিজন' পত্রিকায় সম্পূর্ণ গোহত্যা বন্ধের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহেরুও এর দৌচ্চার বিরোধিতা করেছিলেন।
— মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্যাধিকারিকের পক্ষে মহকুমা তথ্য আধিকারিক, সদর (বহরমপুর)।

স্বজন-পোষণ

সাগরদীঘি ব্লকের ৪নং বারালা অঞ্চলের দিয়ারা বাজিতপুর ও বারালা গ্রামসভার জনসাধারণের অসুবিধা দূর করার জন্য ২৩/৪/৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় মধ্যবর্তী গ্রামসভায় একজন রেশন ডিলার নিয়োগের ব্যাপারে সি পি এম দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় শেষ প্রান্তে তিনটি গ্রামসভার উত্তরে যেখানে যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা সেখানে জনৈক সদস্যের আত্মীয়কে ডিলার নিযুক্ত করা হয়। ফলে ছ'মাইল পর্যন্ত হেঁটে এখন থেকে জগদ্দল গ্রামের লোককে চি আর নিয়ে আসতে হবে। আমার জিজ্ঞাসা পঞ্চায়েত আইনে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মীয়কে ডিলার নিয়োগ করার কথা লেখা আছে? এটা কি জন-দরদী সরকারের স্বজন-পোষণ নীতি নয়? — কুদরতুল্লা দেওয়ান, সদস্য, ৪নং বারালা গ্রাম পঞ্চায়েত।

জনান্তিকে

আমি ফরওয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথ-গঞ্জ থানা কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। এখন আমি পার্টি থেকে একেবারেই পদত্যাগ করলাম। আমি কোন রকম রাজনীতি করতে ইচ্ছুক নই। —অশোককুমার সরাফ, রঘুনাথগঞ্জ।

হারোয়ায় গুলিচালনার তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সুতী থানার হারোয়া গ্রামে পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে গত ১৬ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

প্রথম ইংরেজী স্কুল নিয়ে সন্দেহ কাটেনি

বিমান হাজরা

'এ ধরনের প্রচেষ্টার সফলতা মফঃস্বল শহরে অনিশ্চিত। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়নি। ইংরেজীর প্রতি অতিরিক্ত মোহ বাড়ানো কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়'—কথাগুলো বললেন মহকুমার একজন প্রবীণ অধ্যাপক। প্রসঙ্গ জঙ্গিপুর শহরের প্রথম ও একমাত্র ইংরেজী স্কুল যার নাম বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন। নামটা পরিচিত না হোলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অনেকেই খবর রেখেছেন। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম স্কুলটি দেখতে, বিস্তারিত খোঁজ খবর করতে।

'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' স্কুলে ঢুকতেই ভেবেছিলাম এক দঙ্গল ছেলে ঘিরে ধরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু না। সে ধরনের কোন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমায় হতে হয়নি।

গত বছর ৮ আগষ্ট এক অনাড়ম্বর পরিবেশে কেজি ওয়ান ও কেজি টু শ্রেণীভুক্ত মাত্র ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে জঙ্গিপুর টাউন হলের এক প্রান্তে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের শুভ সূচনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে দু দুটো শিক্ষাবর্ষ পেরোতে চলেছে। ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশে। আরও অনেকে আসতে চাইছেন। বহু অভিভাবক খোঁজ খবর নিচ্ছেন। উদ্যোক্তা এবং শিক্ষকদের মতে, বিদ্যানিকেতন সমস্ত সন্দেহ কাটিয়ে উঠে শহরে ও মহকুমায় আলোড়ন তুলেছে, উৎসাহ বাড়িয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি সন্দেহ কেটেছে? অভিভাবক অনাথ প্রামাণিকের কথায়—ছেলেকে অনেক আশা নিয়ে পাড়ার ছেলেদের কথায় স্কুলে ভর্তি করেছেন ঠিকই, কিন্তু স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও তিনি সন্দিহান। একটি মাধ্যমিক সাধারণ স্কুলের শিক্ষক হয়েও অনাথবাবু ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে দিলেন কারণ তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজী ছাড়া বড় হওয়া যাবে না। আর সাধারণ স্কুলে থাকলে ছেলে উপযুক্তভাবে গড়ে উঠবে না। স্কুলকে ঘিরে অনাথবাবুর মত আরও অনেকেরই সন্দেহ রয়েছে। 'উদ্যোক্তাদের বিরোধিতা করছি' এই ভয়ে পরিচিতি প্রকাশে অনিচ্ছুক মহকুমার একজন প্রবীণ শিক্ষক 'এই ধরনের স্কুলের পসার রোধের স্বপক্ষে' মতামত দিয়েছেন। একজন অধ্যাপকও বলেছেন 'সরকার যখন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী তুলে দেবার কথা চিন্তা করছেন তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্কুলের অনুমোদনকে সমর্থন করেন না।' আবার দু'জন শিক্ষিত যুবক বর্তমান পরিবেশের কথা স্মরণ করে স্কুল তৈরীর জন্য উদ্যোক্তাদের সাধুবাদও জানিয়েছেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন এখনও সরকারের অধীনে আসেনি। কেন্দ্র এর অনুমোদন দেবেন। তবে নিয়ম অনুযায়ী তার আগে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে 'নো অবজেকসন' স্বীকৃতিপত্র নিতে হবে। সে স্বীকৃতি এখনও মেলেনি।

প্রশ্ন করেছিলাম বিদ্যানিকেতনের তৎকালীন অধ্যক্ষ রাজেন দাসশর্মার কাছে—হঠাৎ এক গ্রাম্য শহরে এ ধরনের এক অতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে যুক্তি কি? আর ইংরেজী স্কুলে পড়াবার বা স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য যে মানসিকতার দরকার এখানে তা গড়ে উঠল কিভাবে? রাজেনবাবু দীর্ঘদিন উড়িষ্যায় থেকেছেন। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে জঙ্গিপুরের কয়েকজন শিক্ষাদরদী ব্যক্তি ও যুবকের সহযোগিতায় রাজেনবাবু স্কুলের গোড়াপত্তন করেন। এখন থার্ডস্ট্যান্ডার্ড ক্লাস পর্যন্ত ক্লাস চালু রয়েছে। ক্লাস টুতে ছাত্র ভর্তি চলেছে। ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে তা আরও বাড়বে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত চালু হোলে স্কুলটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের অধীনে আসবে।

এখন স্কুলটি দিল্লীর 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেসন অ্যাণ্ড রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারের' অনুমোদিত। পাঠসূচী অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বই আসে দিল্লী থেকে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকেই বই, খাতা, পোষাক, টিফিন প্রভৃতি পেয়ে থাকে। বিনিময়ে অভিভাবকদের দিতে হয় মোটা অংকের প্রণামী। আশপাশ এলাকা থেকে স্কুলের নির্দিষ্ট

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কিছুদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে পরপর কতগুলি বিদ্যুৎ স্পৃষ্টজনিত দুর্ঘটনার খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি টেনে রাখার তার (Stay Wire) খুলে ফেলাই এইসব দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। মনে রাখতে হবে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি বিনা কারণে মাটির সঙ্গে টেনে আটকে রাখা হয় না। খুঁটিগুলিকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখতেই এর প্রয়োজন। এই টানা তার (Stay Wire) খুলে দিলে খুঁটি আলগা হয়ে যায়, ফলে তার ঝুলে পড়ে কিংবা খুঁটি উপড়ে গিয়ে বহুলোকের বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমন কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে। কাজেই কারও সামান্য অসুবিধা বা খেয়ালখুশির বশে প্রাণহানির ঝুঁকি নেওয়াটা নিশ্চয়ই কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া সারা দেশ জুড়ে এরকম হাজার হাজার খুঁটির প্রত্যেকটির জন্যে পাহারা বসানোও সম্ভব নয়। এ ধরনের ঘটনা আপনার নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অফিসে খবর দিন।

মাঝে মাঝেই দেখা যায় ছোট ছেলেরা খেলাচ্ছলে সুতোর সঙ্গে ঢিল বেঁধে বিদ্যুৎবাহী তারের গায়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে কিংবা খুঁটি বেয়ে উপরে উঠছে। এই বিপজ্জনক খেলায় যে কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা। এরকম মারাত্মক কিছু যেন না ঘটে সেদিকে নিজেরাও দৃষ্টি রাখুন।

SEB 529/79

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল—২৭ এপ্রিল এই থানার আইলের উপর গ্রামে শরীক্ষিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গ্রাম্য দলাদলি এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ। এ ব্যাপারে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ১৭ এপ্রিল সাগরদীঘি থানার বেলাইপাড়া গ্রামে বাহারআলি মণ্ডল নামে একজন গ্রামবাসী নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভাই-ভাই এর পুরনো ঝগড়ার জের টেনে ওই দিন প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করা হয়।

১৪ এপ্রিল সাগরদীঘি থানার কুমোরথি গ্রামে নৃসিংহকুমার মিত্র নামে একজন গ্রামবাসীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। টিউবওয়েল পোঁতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং নিহত ব্যক্তির দাদাও গুরুতরভাবে আহত হন বলে জানা যায়। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভবানীপুরে ডাকাতি

জঙ্গিপুর, ২৪ এপ্রিল—গতকাল রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার কলাবাগ ভবানীপুরে বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ীতে একটি ডাকাতির ঘটনায় নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হানাদারের সংখ্যা কম (৩ জন) থাকার ঘটনাটিকে ধাবারি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চোরাই সোনা আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল রাত্রে ফুলতলা মোড় থেকে অবনী কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ২৪ ভরি ওজনের সোনার বাঁট উদ্ধার ও আটক করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ধৃত ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছে যে, সে নাকি খাগড়ায় একটি সোনার দোকানের কারিগর।

শ্রমিক দিবস

পয়লা মে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

যাত্রা প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর, ২৩ এপ্রিল—নশ্মতিনগর উদয়ন সংঘ আয়োজিত সাত দিনব্যাপী যাত্রা প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন যাত্রাদল অংশগ্রহণ করে। ভগবানগোলা রজনী বালচন্দ্র সংঘ প্রথম, রামপুরহাট সরস্বতী ক্লাব দ্বিতীয় এবং ডোমকল শিল্পীতীর্থ তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

যাত্রা কমিটির বদান্যতা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ এপ্রিল—ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেকট স্কুলের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীদের বার্ষিক পুরস্কার দানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় আনন্দমোহন যাত্রা কমিটি জেনারেল ম্যানেজারের হাতে ৪,০০১ টাকা দান করেছেন। সুদে-আসলে নগদ অর্থে ওই টাকায় দশ বছর পুরস্কার দেওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

বিদায় সম্বর্ধনা

অরঙ্গাবাদ, ২২ এপ্রিল—নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায় আজ অরঙ্গাবাদ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিশিকান্ত চৌধুরীকে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সুতী চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক।

শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

গত ১৩ এবং ১৫ এপ্রিল বোখারা হাজী জুবেদ আলি বিদ্যাপীঠ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর শিক্ষা সংসদের সভাপতি—ডঃ দেবীশংকর গাঙ্গুলী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ দিবাকর দাস মাহান্ত এবং বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী সন্তোষ নিয়োগী। সভাপতিত্ব করেন সমিতির পুনর্নির্বাচিত সভাপতি মোঃ সোহরাব। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাজগতের বিভিন্ন সমস্যা, ভাষা সমস্যা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। —প্রাপ্ত

সামসেরগঞ্জে খুন

ধুলিয়ান, ২ মে—আজ সকালে সামসেরগঞ্জ থানার উত্তর মহম্মদপুরে জামাল সেখ নামে একজন গ্রামবাসী গ্রাম্য দলাদলির শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে ধুমধামের সঙ্গে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এবার নিয়ে ১৩ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলেছে। শেষ দিনে বেশ কয়েক হাজার লোককে খাওয়ান হয়।

২৭ চৈত্র হতে রঘুনাথগঞ্জ সোনাটিকুরী ও দেউলী কলোনীতে ১৬ প্রহরব্যাপী মহাসমারোহে মহাপ্রভুর নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

সাগরদীঘি থানার বালিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ৫ম বার্ষিকী হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক বিশ্বশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সার্ভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
ব্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয়
ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

TENDER NOTICE

N. I. T. No.	Name of work	Amount put to tender.	Earnest Money	Date of opening
14J/2 of 78-79	Security measure for 68 Bedded Subdivisional Hospital including Chowkidar Shed and godown at Jangipur under Jangipur Subdivision during 78-79.	Rs. 64,187/-	Rs. 1,84/-	9-5-79
IB of 79-80	Sanitary and plumbing works of 100-Basin Filature with ancillary structure at Berhampore during 79-80 (Gr. No. III)	Rs. 41245/-	Rs. 825/-	9-5-79

Other details may be found from Executive Engineer (P. W. D.), Berhampore Division No. I's office during office hours.

Executive Engineer (P. W. D.)
Berhampore Division No. I

Published through the District Information Office Murshidabad

প্রথম ইংরেজী স্কুল

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

স্যানে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াত করে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য মাসে খরচ পড়ে ২০ থেকে ২২ টাকা মতন। স্কুলে গত দেড় বছরে ছাত্র সংখ্যা যেমন বেড়েছে সেইমতে শিক্ষকও বাড়াতে হয়েছে। ছাত্রদের মাইনা থেকে সামান্য কিছু টাকা শিক্ষকরা ভাতা স্বরূপ পেয়ে থাকেন। ভূগোল, সোসালষ্টাডি, হিন্দী প্রভৃতি পড়ানো হয়। বাংলা পড়ানো হয় যৎসামান্য। অন্যান্য প্রায় সবকিছুই সাধারণ স্কুলের মত। তবে পরিবেশটা অস্বস্তিকর সবার পক্ষেই। একজন ছাত্র স্কুলে ইংরেজী ও অন্যসময় বাংলায় কথা বলবে—এই ভারসাম্য বজায় রাখা যায় কতক্ষণ? কৌশিকও পারেনি। ষ্টানডার্ড ওয়ানের ছাত্র হোয়েও কৌশিকের এখনও ইংরেজী তেমন কিছু আয়ত্তে আসেনি, যদিও এত অল্পবয়সে সেটা আশা করা যায় না। ও নিজেই বলেছে ও অনেক কিছুই স্কুলে বুঝতে পারে না। সোসালষ্টাডি, ভূগোল পড়তে বেশ কষ্ট হয়। শিক্ষকরা বলছেন এই কষ্ট কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লাগবে। অভিভাবকরা সবাই চেয়ে আছেন সেই সময়ের দিকে যখন স্কুলে ঢুকতেই এক দঙ্গল ছেলে আগন্তুকের উদ্দেশ্যে পরিচিতি জানতে চেয়ে সরাসরি বলে বসবে—'হু আর উ?'

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

সাগরদীঘি, ১৮ এপ্রিল—বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সম্প্রতি 'সুস্থ শিশুই ভবিষ্যতের নিরাপত্তা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি
১৯৭৯-৮০
নিলাম ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট আগামী ১২ই মে ১৯৭৯ সাল শনিবার বেলা ২ ঘটিকায় ১৯৭৯ সালের ১লা জুন মাস হইতে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১০ মাসের জন্য প্রকাশ্য নিলামে কমিশনারগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। দফাওয়ারী বিশদ সর্ত্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি জানানো যায় যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব ইজারার টাকা শোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করেন নাই, কমিশনারগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। ডাক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনারগণের সম্মুখে উপরোক্ত সদর ফেরীঘাট এবং ডোমপাড়া গাড়ীঘাট ইজারার জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে আমানত জমা (Earnest or table money) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরত দেওয়া হইবে।

৪। যাঁহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাক মঞ্জুরির টাকার ¼ ভাগ (অংশ) জমা দিতে হইবে। বাকী টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে আগামী অক্টোবর মাস মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৫। সাধারণতঃ সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা দেওয়া হইবে কিন্তু কমিশনারগণ বা ডাককর্ত্তা বিবেচনা করিলে সর্ব্বোচ্চ ডাক বা যে কোন ডাক বিনা কারণ দর্শাইয়া অগ্রাহ্য করিয়া বিনা ডাকে একসঙ্গে বা পৃথক পৃথক অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কমিশনারগণ ডাকের দিন পরিবর্ত্তন করিতে বা ডাক স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ডাকের স্থান রঘুনাথগঞ্জস্থ মিউনিসিপ্যাল অফিস।

শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
২১-৪-৭৯ চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি
রঘুনাথগঞ্জ

চোরাই তার উদ্ধার

অরঙ্গাবাদ, ২০ এপ্রিল—সুতী থানার নয়াবাগাদুপুর ফিলডে জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রায় ৯০০ টাকার চোরাই বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

আমাদের গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে আজও বহু কৃষক আধুনিক চাষবাসের সামগ্রী, উপকরণ ও প্রণালী ঠিক সময় যোগাড় করতে পারেন না। আমরা নীচের ঠিকানায় একটি কৃষি সহায়ক তথ্যকেন্দ্র খুলেছি। কৃষকের যে কোন অসুবিধা, বিশেষ করে ঠিক ঠিক সারের ঠিক সময় যোগাড় ও ব্যবহারের অসুবিধাগুলি এই ঠিকানায় জানালে আমরা যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করবো।

উদাহরণ হিসাবে কৃষকের কয়েকটি সমস্যার কথা আমাদের মনে হয়েছে, যেমন—

- কোন জমিতে কোন ফসলে কখন কি সার দিতে হবে এবং অন্য কি কি নিয়ম মানতে হবে।
- সার কোন্ ঠিকানায় কোন ডিলার বা রিটেলারের কাছে পাওয়া যাবে।
- ন্যায্য দামে প্রয়োজনীয় সার যোগাড় করায় কি কি অসুবিধা হচ্ছে।
- উন্নত চাষের কাজে লাগতে বা নিয়মিত কৃষিসামগ্রী পেতে এবং ব্যবহারে অন্য আর কি অসুবিধা হচ্ছে।

ওপরের প্রশ্নগুলি বা এ ধরনের সমস্যা আমাদের হাতে এলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব এবং যোগাযোগের চেষ্টা করবো।

কৃষি প্রগতির প্রতীক

কৃষি সহায়ক তথ্যকেন্দ্র,
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ

বিপণন বিভাগ, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০৭১

Progressive/HFC (WB)4-179

ফি বাড়াতে পারবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেতন পাবেন। যাঁদের মূল বেতন ২৩৫ টাকা পর্যন্ত তাঁদের এই অতিরিক্ত ২০ টাকা দেওয়া হবে মধ্যবর্তীকালীন অতিরিক্ত বেতন হিসাবে, আর যাঁদের মূল বেতন ২৩৬-৩০০ টাকার মধ্যে তাঁদের ১০ টাকা দেওয়া হবে অন্তবর্তী-কালীন অতিরিক্ত বেতন হিসাবে এবং বাকী ১০ টাকা দেওয়া হবে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা হিসাবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ কর্মচারী উপকৃত হবেন এবং সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ৫ কোটি টাকা। রাজ্য বাজেটের প্রস্তাবিত প্রমোদকর বিষয়ে উল্লেখ করে ডঃ মিত্র বলেন যে ৭ টাকা পর্যন্ত টিকিটের ক্ষেত্রে কোন প্রমোদকর লাগবে না, এবং ৭ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত টিকিটের ক্ষেত্রে দশ শতাংশ মাত্র প্রমোদকর দিতে হবে। ১০ টাকা এবং তদূর্ধ্ব টিকিটের ক্ষেত্রে প্রমোদকর যে পরিমাণ ধার্য হয়েছে তাই থাকবে। শুধু তাই নয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রমোদকর সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেবার কথাও সরকার ভেবে দেখছেন।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত সেপটেম্বর মাসের বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ছ'হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জীবনবীমা কর্পোরেশন পূর্বাঞ্চল শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভারত সরকারের অনুমতি পেলে তাঁরা ৪-৫ কোটি টাকা দিতে স্বীকৃতও হয়েছিলেন। সম্প্রতি জীবন-বীমা কর্পোরেশন জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই টাকা দিতে পারছেন না। —নিউজ ব্যুরো

রাস্তার কাজ বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে বিডিও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, জেলা পরিষদ থেকে রোলার কেনার চেষ্টা চলছে তবে বর্ষার আগে কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারলে মোরামে যে চুনের অংশ থাকে, বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে গেলে রাস্তা আর মজবুত হবে না। কাজেই এখনই রোলার দরকার। তাহলে জুন-জুলাই এর মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে।

প্রশিক্ষণ শিবির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যুষিত এলাকায় ২১টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র আরম্ভ হয়েছে। শিবিরগুলিতে আদি-বাসী সাঁওতালদের উপস্থিতি ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও, চিরকাল মার খাওয়ার দরুণ, তাদের মধ্যে এখনও বেশ দ্বিধা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য কৃষি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে আদিবাসীদের সামাজিক পরিবেশে শিবিরগুলি উদ্‌যাপিত হয় বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ৯২/৭৮ মিস কেস

দরখাস্তকারী— আজিজুর রহমান বঃ

সাধারণ পক্ষে সর্দ্দার ফতেহাম সেখ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দরখাস্তকারী থানা সমসেরগঞ্জের অধীন উত্তর মহম্মদপুর নিকট আজিজুর রহমান পিতা মৃত বিলাত আলি সেখ তপশীল লিখিত থানা সমসেরগঞ্জের অধীন নিমতিতা মৌজা উত্তর মহম্মদপুর ২০৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৬ শতক জমি দাগ নং ৬৫ রকম অবীন ৪৬ শতক মধ্যে বিক্রীত উত্তরে ন্যাশন্যাল হাই রোড, পশ্চিমে আইনু পূর্ব্বে বিবি শেডাল খাতুন ইতিমধ্যে ।০ কাঠা বা ৮½ শতক হিসাবে জমির পথমূল্য ১৭৫৲ ও ক্ষতিপূরণ ১৭৫ টাকা একুনে ১৯২৫ টাকা চালানযোগে দাখিল করিয়া অত্র ক্রয়ের প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ধার্য্যদিন ৪-৬-৭৯ তাং অত্রাদালতে দর্শাইবেন।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar
2nd. Munsif's Court, Jangipur

আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ২২ এপ্রিল—গতকাল পোপাড়ার মাজেদা খাতুন নামে একজন পঞ্চদশী কীটনাশক বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। কারণ জানা যায়নি।

সমাজবিরোধীর অত্যাচার

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মে— এই থানার গ্রামাঞ্চলে সমাজবিরোধীর অত্যাচারে গ্রামবাসী ও পথচারীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশ আইলের উপরের দু'জন গ্রামবাসীকে সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়। প্রহৃত গ্রামবাসীদের সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর একটি খবরে প্রকাশ, জাতীয় সড়কের গদাইপুর সেতুতে ইদানীং এক শ্রেণীর ঠ্যাঙারের উৎপাত বেড়েছে। তাদের লক্ষ্য মোটর সাইকেল আরোহী। পেছন থেকে লাঠি মেরে ঘায়েল করে সর্বস্ব ছিনতাই-এর অপচেষ্টা বেশ কয়েকবার চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কার্ডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (ফিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।